দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 SEP 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

006

৩৫৩ জন প্রভাষক

সারা দেশে সরকারী কলেজগুলিতে প্রভাষকের অভাব প্রকট। মোটামুটি হিসাবে জানা গেছে বিভিন্ন কলেজে প্রায় দেড় হাজার প্রভাষকের পদ শূন্য আছে। সম্প্রতিকালে বেশ কিছুসংখ্যক কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। এ সকল কলেজের শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এ সকল কলেজের অনেক শিক্ষকই বদলী হয়েছেন। কিন্তু তাদের শূন্যপদ পূরণ হয়নি। এছাড়া আছে পূর্বের বিভিন্ন কলেজে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের সমস্যা।

প্রকৃতপক্ষে সমস্যা শুরু হয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই। বিভিন্ন কারণে তখন অসংখ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল এডহক ভিত্তিতে। এই এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়মিত করতে বহু বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে বহু কলেজের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন এবং নতুন শিক্ষক নিযুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল তৎপর না হওয়ায় তার জের এখনো টানতে হচ্ছে। শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারের মত।

এই শূন্য পদের প্রভাষক নিয়োগ নিয়ে বেশ কয়েক মাস আগে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পূর্বে বলা হয়েছিল ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে বিএসএস (শিক্ষা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৫৩ জনকে প্রভাষক পদে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এ সম্পর্কে এখনো কোন ঘোষণা আসেনি।

এ সমস্যা নিয়ে কোনকিছু নতুন করে বলার আছে বলে আমরা মনে করি না। কলেজের দেড় হাজার পদ শূন্য রেখে কি করে পড়াশুনা চলছে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। দেশে উচ্চশিক্ষিত যুবকের অভাব নেই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যাও কম নয়। অথচ নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে না। কলেজের পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে কলেজের পরীক্ষার ফল খারাপ হলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে। আমরা মনে করি এ পরিস্থিতি চলতে পারে না। এ ব্যাপারে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।